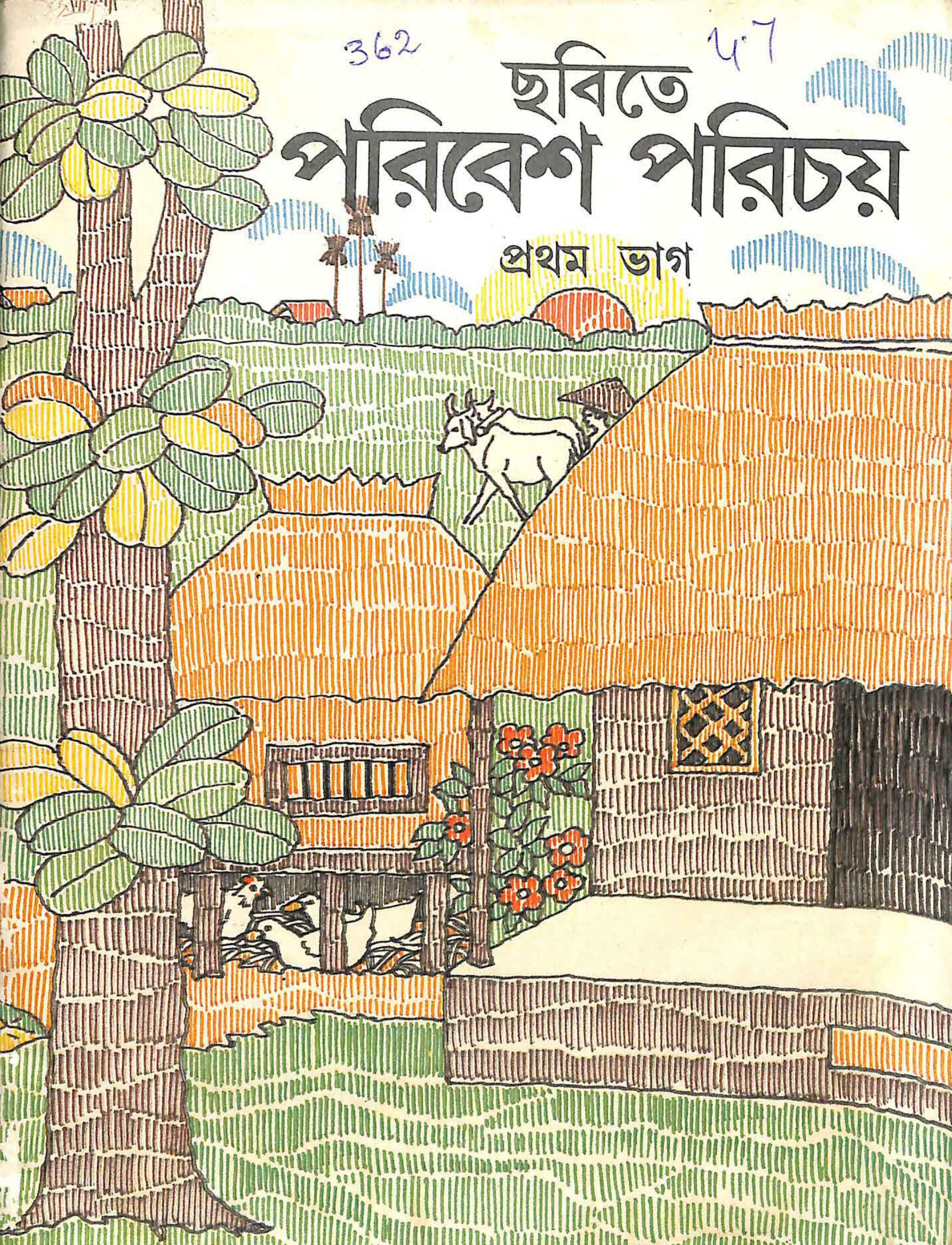
ছবিতে পরিবেশ পরিচয়

প্রথম ভাগ

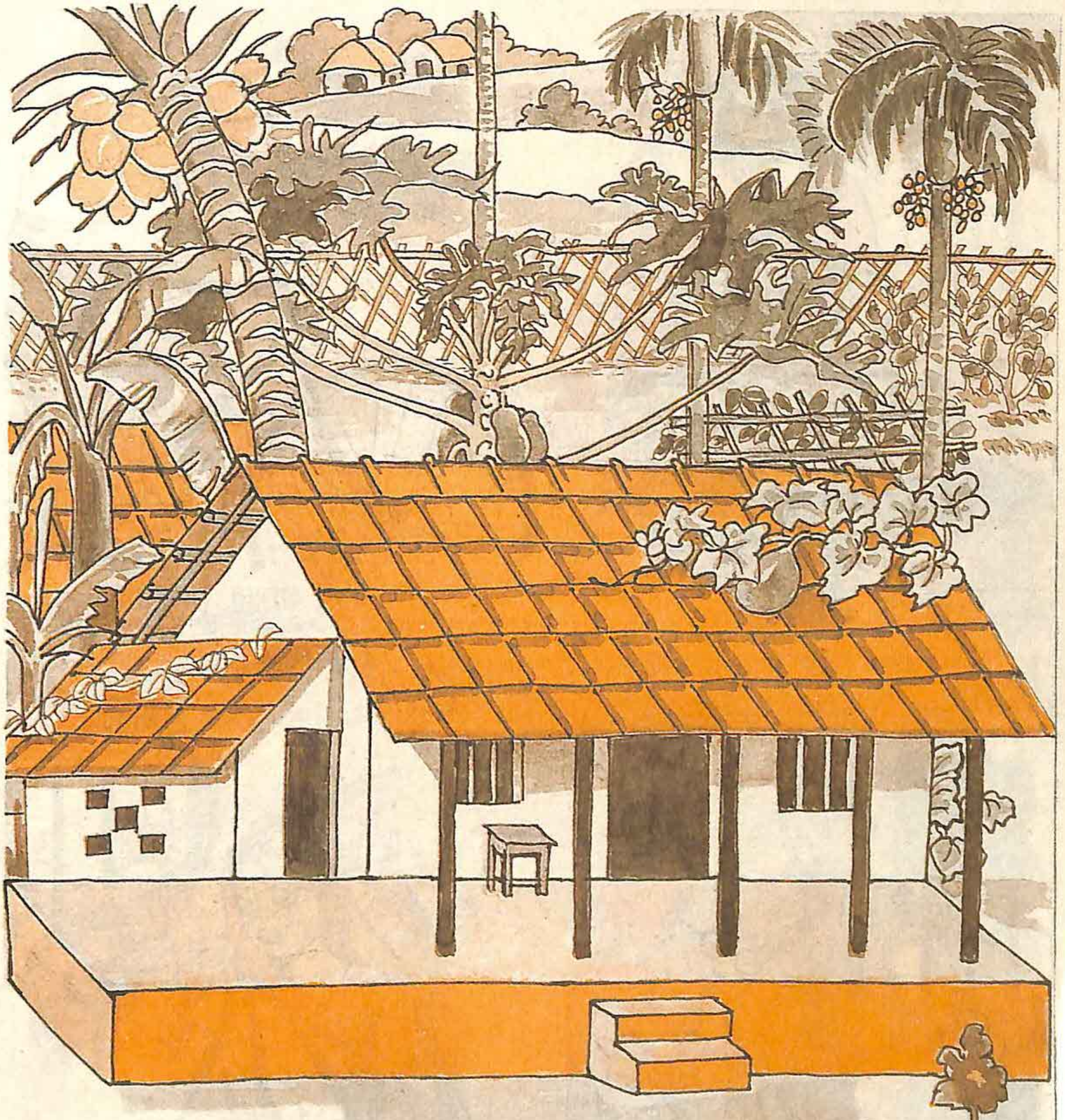


পরিবেশ পরিচয়ের প্রথম ভাগে শিশুকে তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে মাত্র। এই বই-এর পাঠগুলো মুখস্থ করানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে একটি (কাল্পনিক) শিশু তার (গ্রামের) পরিবেশের কথা বলছে। যদিও গ্রামের বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রায় অনুরূপ পরিবেশে লালিত হয়ে উঠেছে, তবুও বলা যায় এই বই-এর বিবরণ সকল শিশুর পক্ষে যথাযথ হবে না। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ প্রতিটি পাঠ পড়াবার সময় শিশুদের কাছ থেকে তাদের নিজস্ব পরিবেশের সঠিক বিবরণ জেনে নেবেন এবং সেইভাবে পড়াবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে গ্রামে ঘুরে পরিবেশের প্রকৃত অবস্থা তাদের জানার সুযোগ দেবেন।

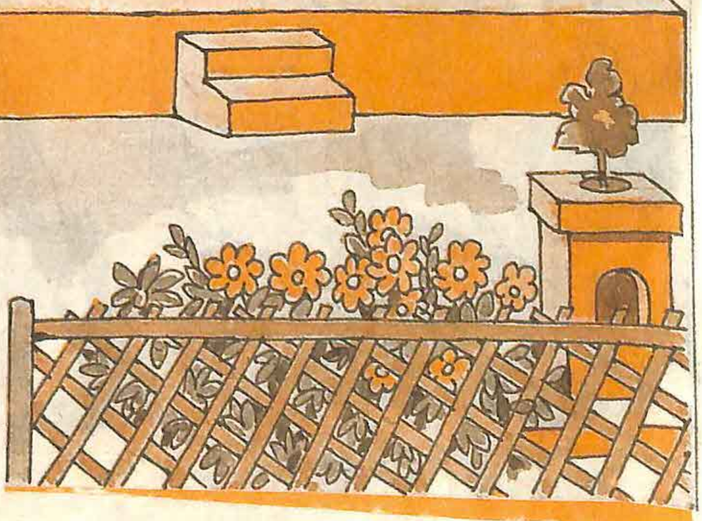
মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। কোনও মানুষই বা কোনও পরিবারই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। সমাজের বিভিন্ন পেশার বা বৃত্তির লোকের কাছে প্রত্যেকে সমভাবে ঋণী। ধর্ম আর বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে—ঈশ্বরকে আরাধনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি মাত্র। এসব সত্য কৌশলে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজের পরিবেশকে, নিজের গ্রামকে, নিজের দেশকে ভালোবাসার বুনিয়াদ এই বয়েসেই প্রতিটি শিশুর মনে বপন করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক, দেশের ভবিষ্যৎ।

প্রকাশক: নির্মল কুমার সাহা
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭
মুদ্রক: গ্রাফিক অফসেট
কলিকাতা ৫৪

পাঁচ টাকা

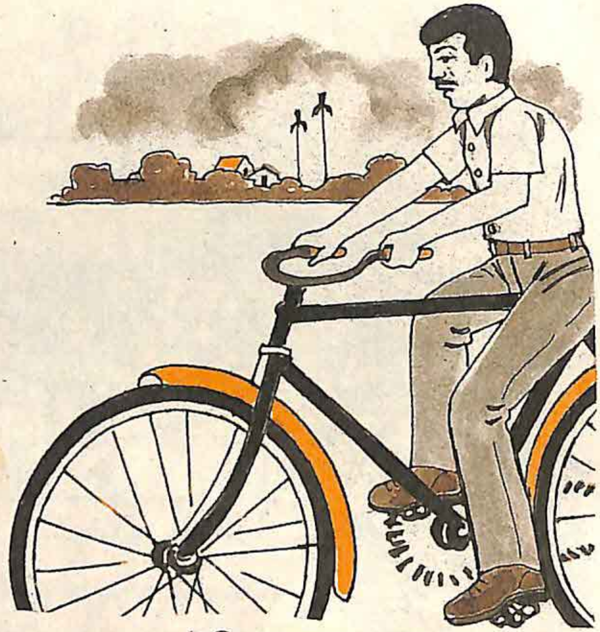


এই আমাদের বাড়ি ।
এই বাড়িতে আমি থাকি ।

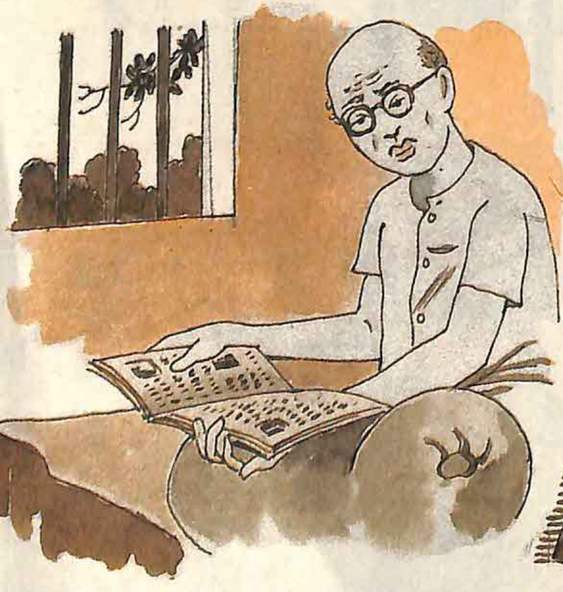




ইনি আমার মা।



ইনি আমার বাবা।



ইনি আমার ঠাকুরদা।



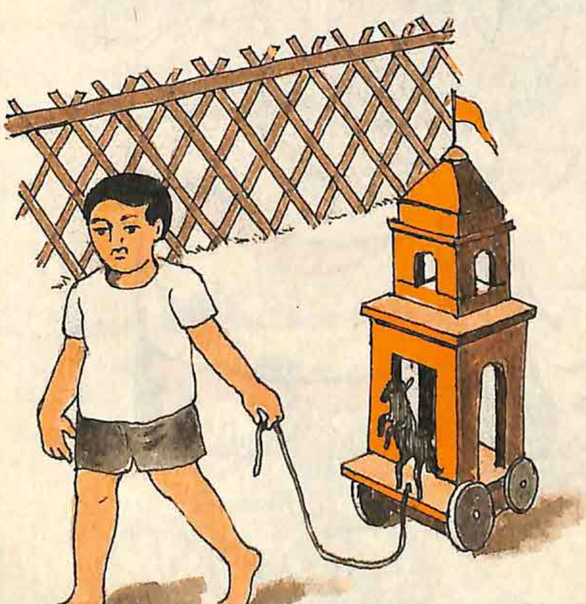
ইনি আমার ঠাকুরমা।



ইনি আমার বড় **ভাই**।
বড় ভাইকে **দাদা** ডাকি।



ইনি আমার বড় **বোন**।
বড় বোনকে **দিদি** ডাকি।



এ আমার **ছোট ভাই** গোপাল।
গোপাল আমায় **ছোড়দা** ডাকে।



এই হলাম আমি।



আমাদের **পরিবারে** আটজন লোক।

বাবা মা দাদা দিদি আমি ঠাকুরদা ঠাকুরমা ভাই



আমি দুপুরে **পাঠশালায়** যাই ।



আমি সকালে ও রাতে বাড়িতে পড়ি ।



ছুটির দিনে আমি **সাঁতার** শিখি ।



আমি **ঘুড়ি ওড়াতে** ভালবাসি ।



আমি দাদার **সাইকেলে** চড়তে পারি ।



আমি ভাইকে নিয়ে **খেলা** করি ।




আমার বাবা **কারখানায়** কাজ করেন। ছুটির দিনে তিনি সব্‌জির বাগিচা করেন।



মা **রান্না** করেন। তিনি আমাদের **খেতে** দেন। আরও **কত কাজ** করেন। ঠাকুরমা তাঁকে **সাহায্য** করেন।




ঠাকুরদা সকালে ও বিকালে **বেড়াতে** যান। কখনও তিনি বাগিচা **দেখাশোনা** করেন। অন্য সময় **বই** পড়েন।





দাদা আর দিদি **ইস্কুলে** যান। তাঁরা কত বই পড়েন।





ছুটির দিনে দিদি **সেলাই** শেখেন, **গান** শেখেন।





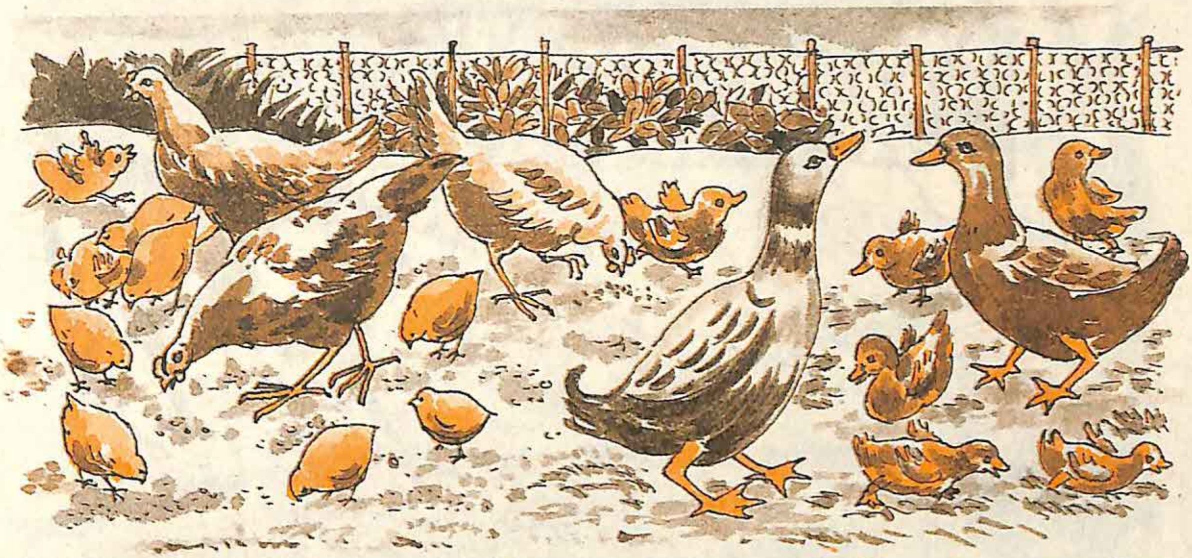
দাদা ছুটির দিনে **ছবি আঁকেন**। ঘুড়ি ওড়ান। আমি **লাটাই** ধরি।



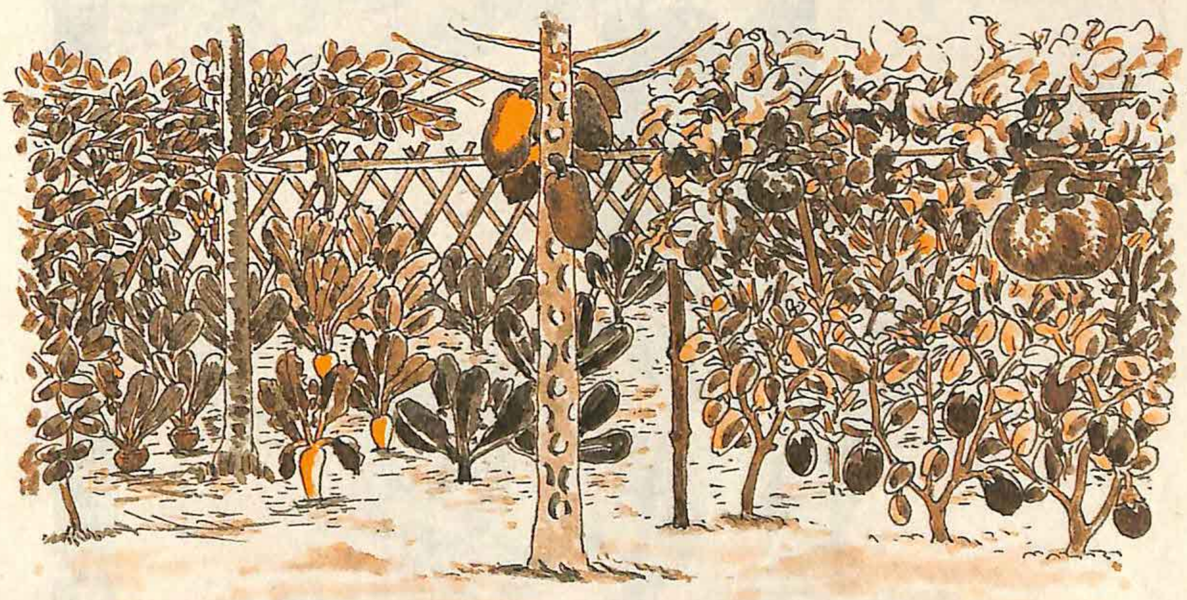
আমাদের বাড়িতে একটা **গোরু** আছে। তার নাম বুধি। বুধি **দুধ** দেয়। দুধ থেকে **দই**, **ঘোল**, **মাখন** হয়। আমরা দুধ দই ঘোল আর মাখন খাই।



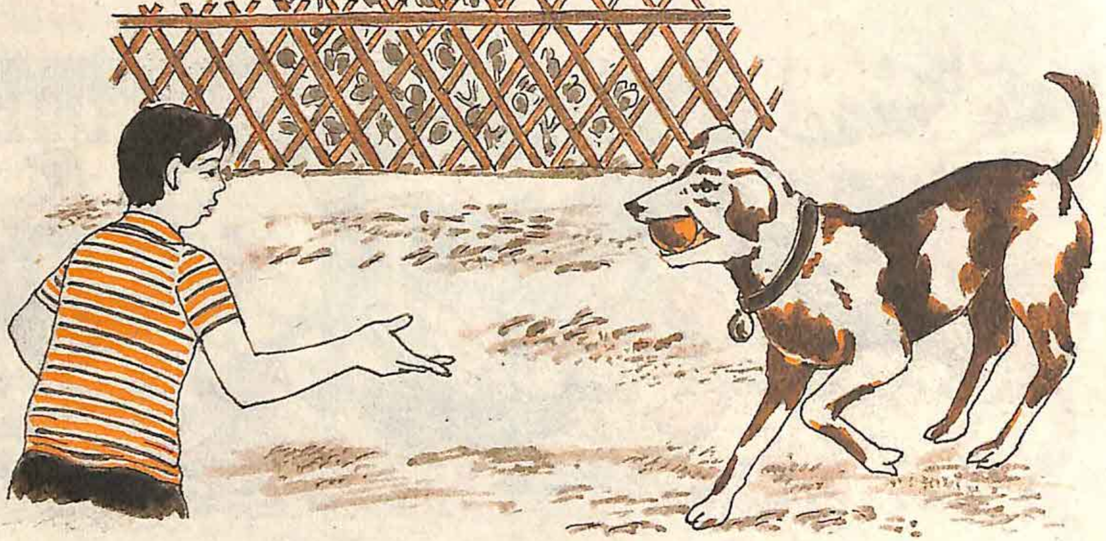
বুধির একটা **বাছুর** আছে। তার নাম কাজল। কাজল কেবল **ছুটোছুটি** করে। কাজল **কচি ঘাস** খায়।



আমাদের কয়েকটা **হাঁস** ও **মুরগি** আছে। হাঁস আর মুরগি **ডিম** দেয়। আমরা ডিম খাই। মুরগির মাংস খাই।



আমাদের বাড়িতে একটা **সব্‌জির বাগিচা** আছে। এখানে অনেক সব্‌জি হয়। আমরা এসব সব্‌জি খাই।



আমাদের **পোষা কুকুরের** নাম লালু। লালু আমাদের বাড়ি **পাহারা** দেয়। লালু আমার সঙ্গে খেলা করে।



দিদির **পোষা বেড়ালটার** নাম খুশি। খুশি **দুধ** আর **মাছ** খায়। খুশি **ইঁদুর** ধরে।



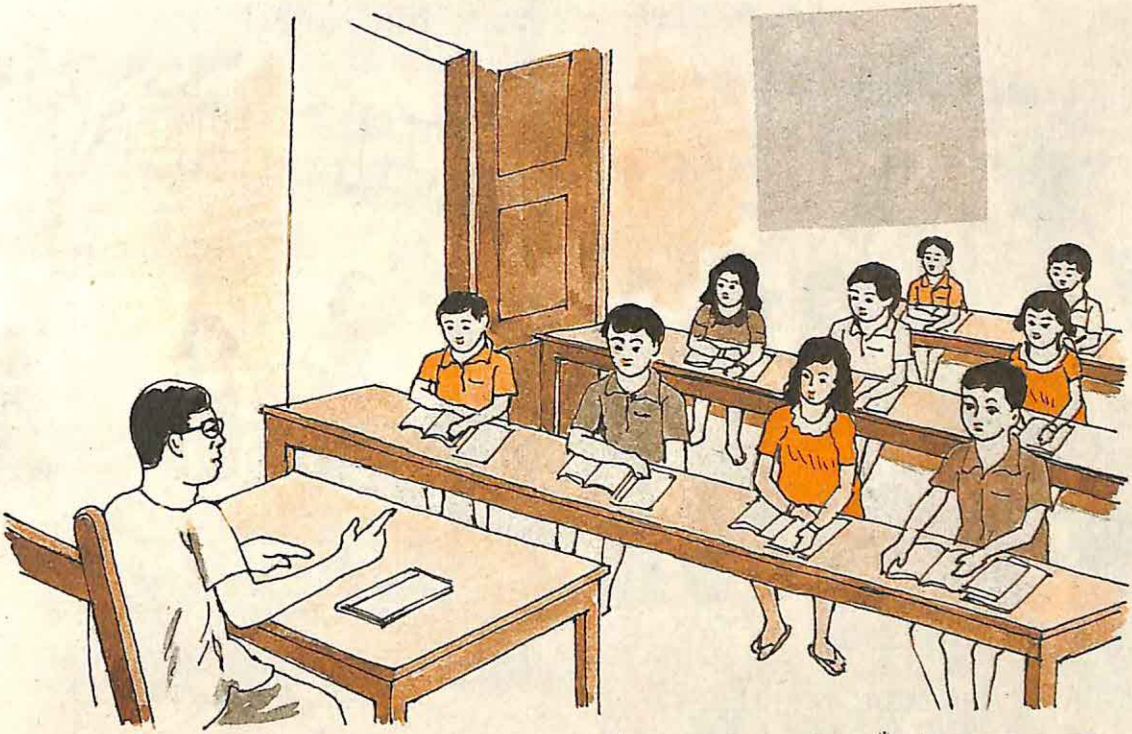
এই আমাদের **পাঠশালা**। আমি এই পাঠশালায় **পড়ি**। দাদা আর দিদিও আগে এই পাঠশালায় পড়তেন। এখন তাঁরা **বড় ইস্কুলে** পড়েন।



পাঠশালার এই ঘরে আমি বসি। এই ঘরেই আমরা **লিখি, পড়ি, পড়া দিই।**



গরমের দিনে গাছের তলায় আমাদের **ক্লাস** বসে।

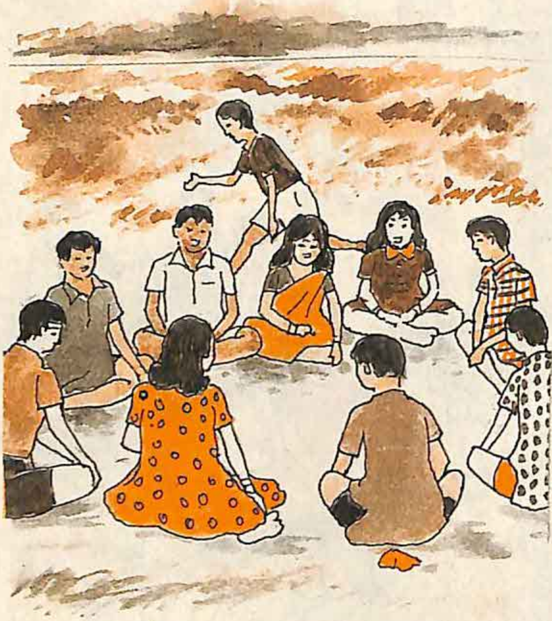


পাঠশালায় যাঁরা আমাদের **লেখাপড়া শেখান,** তাঁরা আমাদের **গুরু** । এঁরা কত যত্ন করে আমাদের পড়িয়ে থাকেন ।



পথে দেখা হলেও আমরা তাঁকে **প্রণাম** করি ।

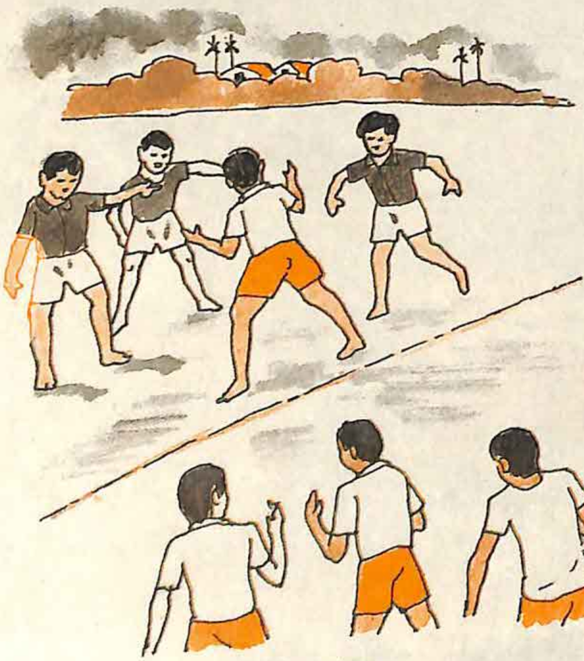
পাঠশালায় আমরা কত **মজার** **খেলা** খেলি।



ইঁদুর-বেড়াল খেলা।



খো-খো খেলা।

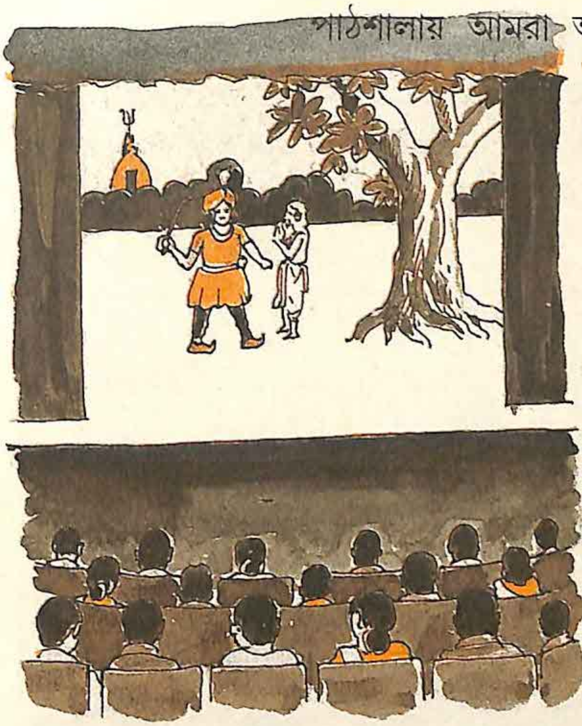


হাডুডু খেলা।



বল খেলা।

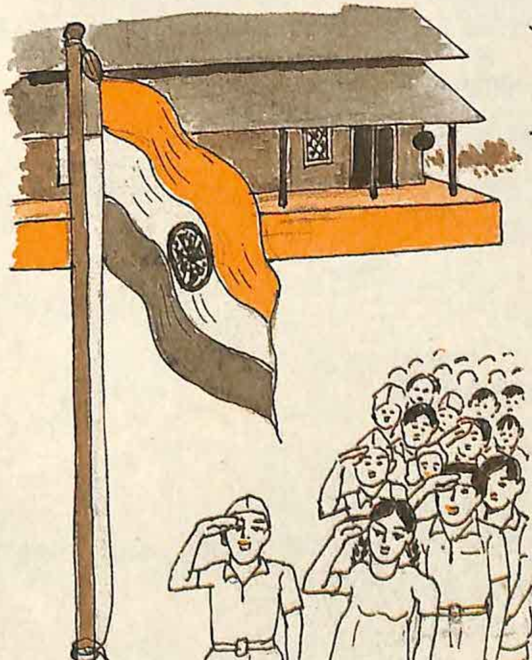
পাঠশালায় আমরা অনেক উৎসব করি ।



নাটক করি ।



নেতাজীর জন্মদিন পালন করি



স্বাধীনতা দিবস পালন করি



সরস্বতী পূজা করি ।

অনুশীলন

প্রশ্ন এবং উত্তর মৌখিক হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখবেন, উত্তরগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বলতে পারছে কি না। না পারলে অবশ্যই আবার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

১। তোমাদের পরিবারে ক'জন লোক ?

ক। তোমাদের পরিবারে সবচেয়ে বড় কে ?

খ। তোমাদের পরিবারে সবচেয়ে ছোট কে ?

২। তোমাদের বাড়িতে কোনও পোষা জীব আছে কি ?

ক। তোমাদের বাড়িতে কোন পোষা জীব ক'টা আছে বল।

খ। আমরা গোরু পুষি কেন ?

গ। আমরা কুকুর পুষি কেন ?

৩। তোমাদের বাড়িতে সব্‌জির বাগিচা আছে কি ?

ক। কী কী সব্‌জি তোমরা তোমাদের বাগিচা থেকে পাও ?

খ। তোমরা মাছ কোথা থেকে পাও ?

৪। তোমাদের গ্রামে ক'টা পাঠশালা বা ইস্কুল আছে ?

ক। পাঠশালায় বা ইস্কুলে যারা পড়ে তাদের বলে **ছাত্র** বা **ছাত্রী** ; যাঁরা পড়ান তাঁদের কী বলা হয়।

খ। ইস্কুলে তোমরা কী কী খেলা খেলে থাক ?

গ। তোমাদের ইস্কুলে কী কী উৎসব হয় ?

৫। ছুটির দিনে তুমি কী কর ?

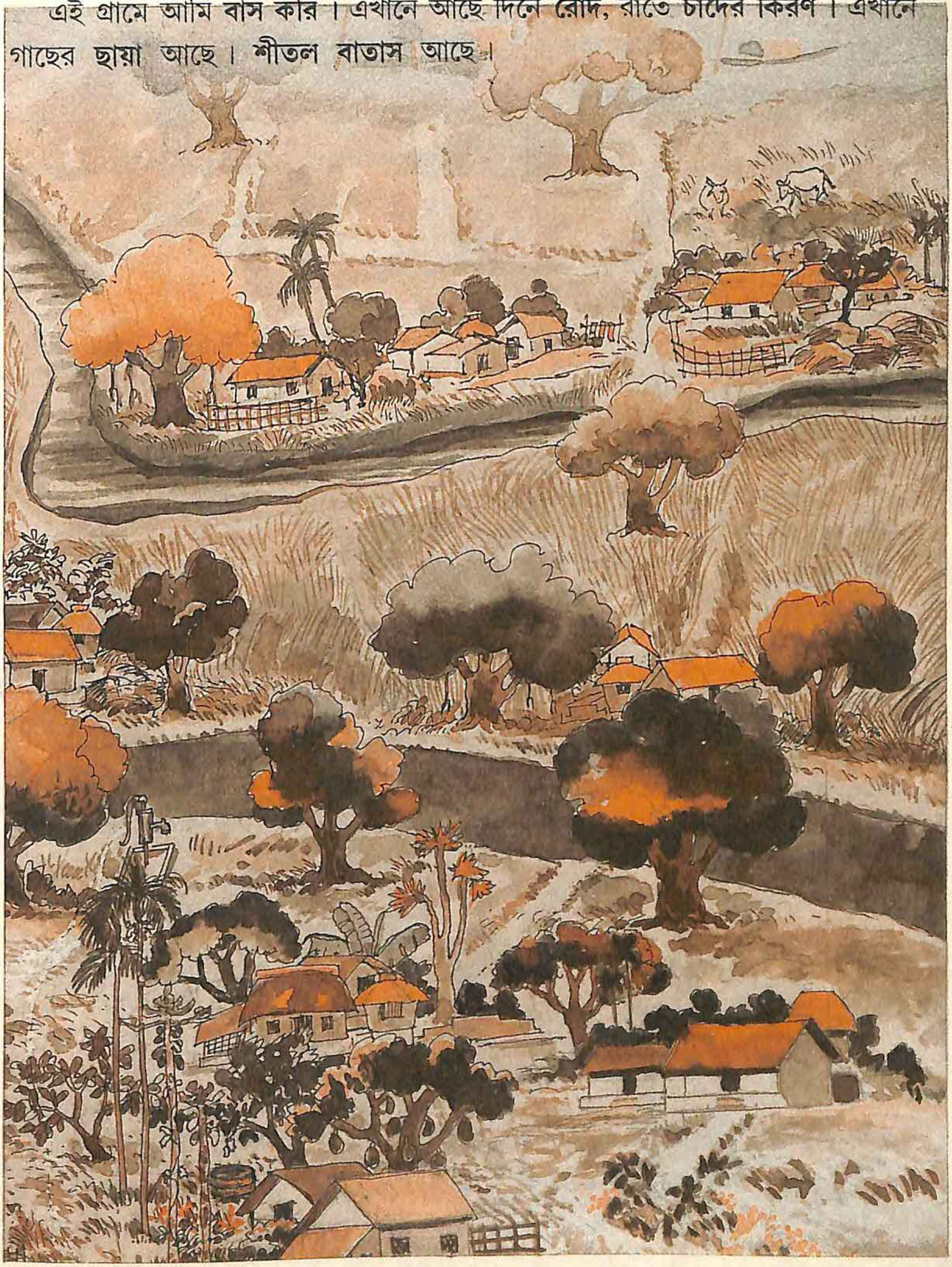
ক। তুমি কি সব্‌জির বাগিচা পরিচর্যা করতে পার ?

খ। তুমি কি ঘুড়ি ওড়াতে পার ?

গ। তুমি কি সাইকেল চালাতে পার ?

ঘ। তুমি কি ছবি আঁকতে পার ? গান গাইতে পার ? কবিতা আবৃত্তি করতে পার ?

এই গ্রামে আমি বাস করি। এখানে আছে দিনে রোদ, রাতে চাঁদের কিরণ। এখানে গাছের ছায়া আছে। শীতল বাতাস আছে।

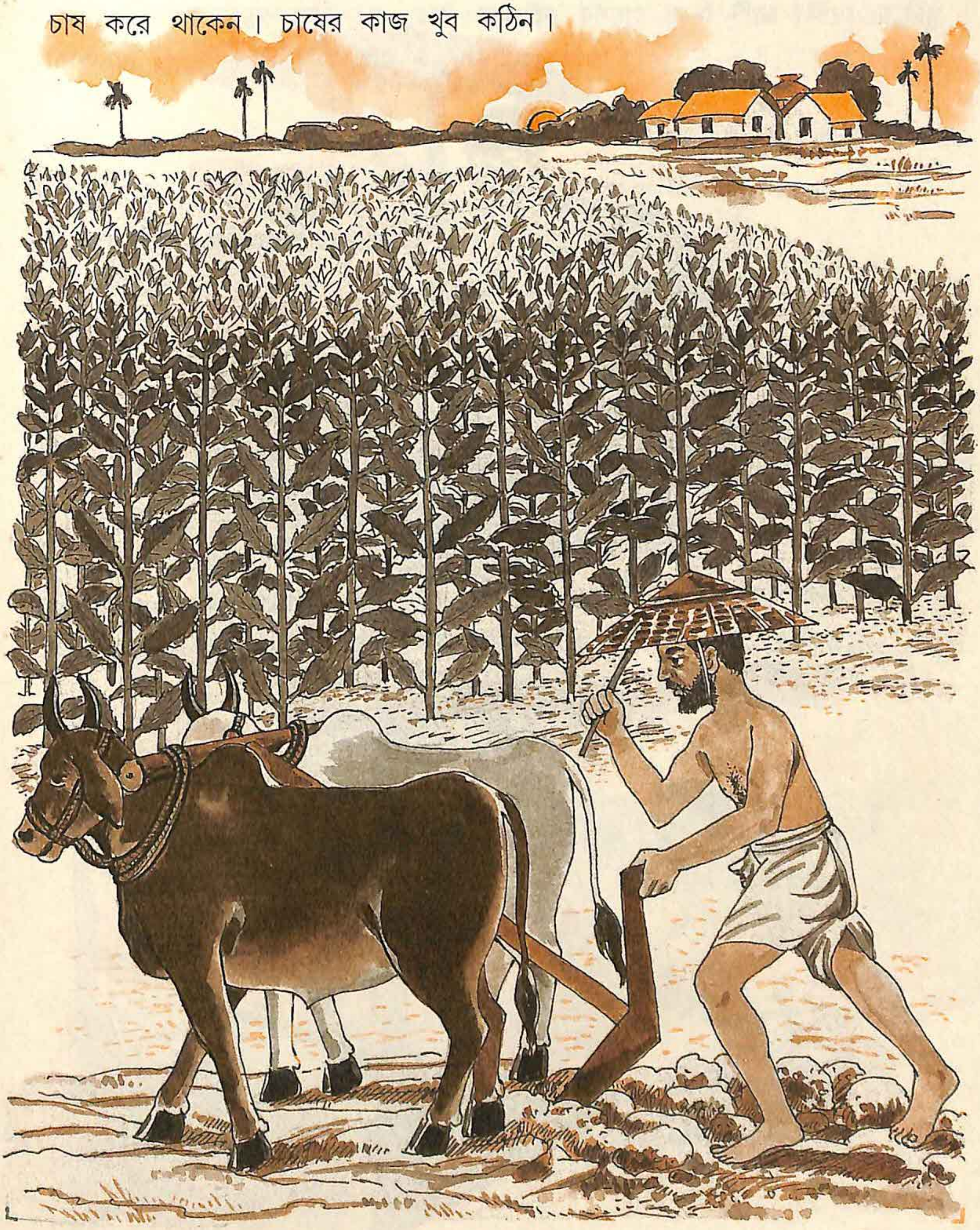


আমাদের **আশেপাশে** যাঁরা বাস করেন, তাঁরা সকলেই আমাদের **প্রতিবেশী** । পাড়ার **সকল মানুষ সকলের** প্রতিবেশী ।

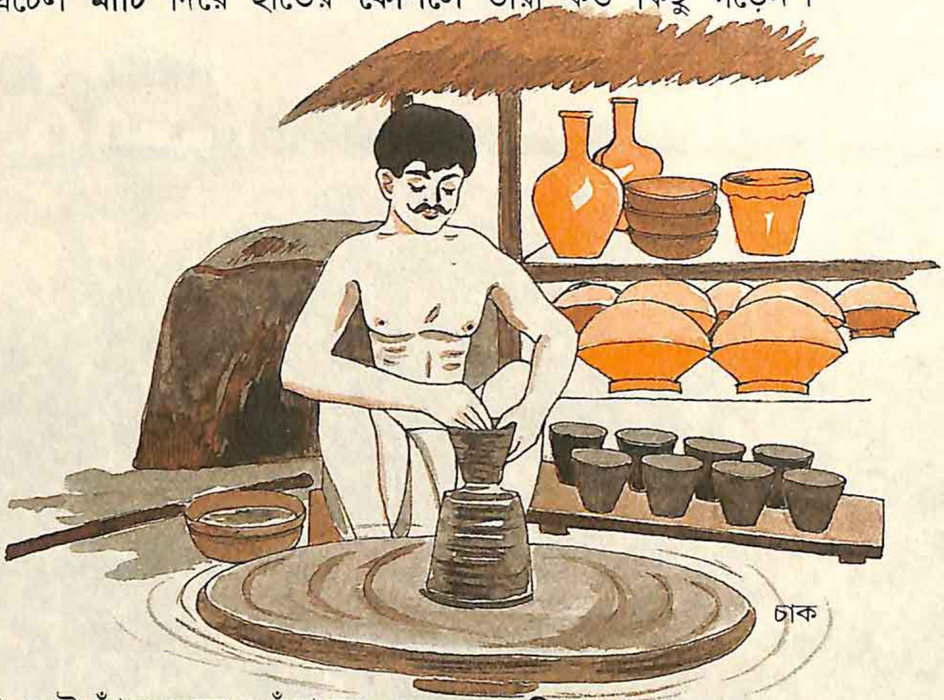


প্রতিবেশী ছাড়া মানুষ বাস করতে পারে না । প্রতিবেশীরা তাই আমাদের **আপন জন** ।

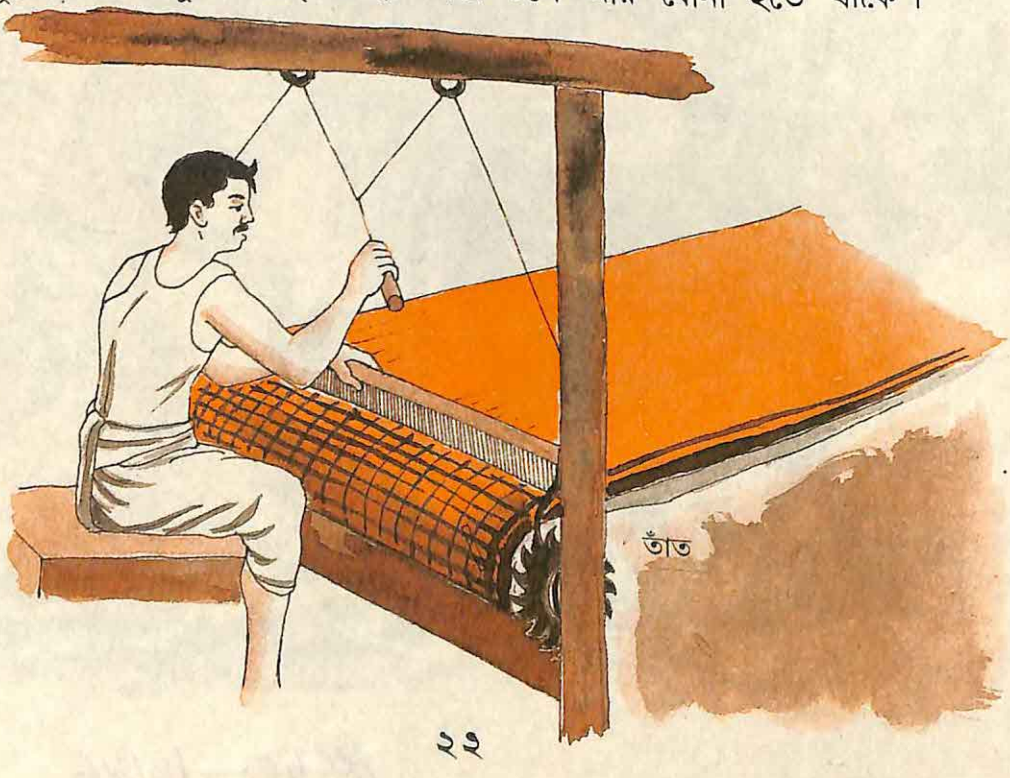
আমাদের অনেক প্রতিবেশী **চাষের কাজ** করেন। এঁরা **ধান, গম, ছোলা, সরষে** ও **পাট** চাষ করে থাকেন। চাষের কাজ খুব কঠিন।



আমাদের কোনও কোনও প্রতিবেশী **মাটির** হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো বানিয়ে থাকেন । **চাক** ঘুরিয়ে এঁটেল **মাটি** দিয়ে হাতের **কৌশলে** তাঁরা কত কিছু গড়েন ।



কেউ কেউ **তাঁত বুনেন** । এঁরা রঙ-বেরঙের **শাড়ি, চাদর, গামছা** বুনে থাকেন । দড়ির টানে সুতো-ভরা **মাকু** ঠকাঠক্ ডাইনে-বাঁয়ে চলে আর বোনা হতে থাকে ।



কেউ কেউ **লোহার** হাতা, খুন্‌তি, সাঁড়াশি আর **লাঙলের ফাল** বানিয়ে থাকেন। **হাপর** দিয়ে হাওয়া করে উনুনের আগুনে লোহা গরম করা হয়। গরম টক্‌টকে লাল লোহাকে **নেহাই**-এর উপর রেখে ঢাউস **হাতুড়ি** দিয়ে পিটিয়ে কত জিনিস এঁরা গড়ে থাকেন।



কেউ কেউ **কাঠের** কাজ করেন। এঁরা কাঠের চৌকি, চেয়ার, টেবিল, আলনা, আলমারি ও কাঠের দরজা-জানালা বানিয়ে থাকেন।



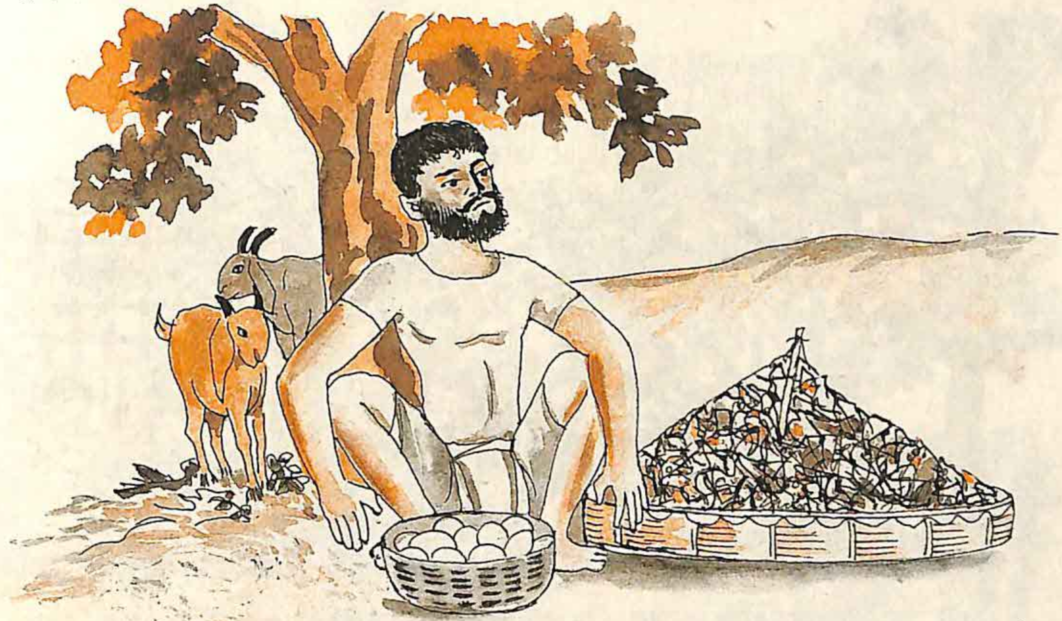
আমাদের কোনও কোনও প্রতিবেশী **মাছের ব্যবসা** করেন। এঁরা নদী, খাল, বিল ও পুকুর থেকে **জাল** দিয়ে মাছ ধরেন। এই মাছ গ্রামের **হাটে** ও দূরে **গঞ্জের বাজারে বিক্রি** করেন।



কেউ কেউ **বাঁশ** ও **বেতের** ধামা কুলো সাজি চুপড়ি ও চাটাই বুনে থাকেন। কখনও এঁরা বাঁশ বা বেতের চাঁচকে নানা রঙে **রঙ করে** নিয়ে থাকেন। এঁদের হাতের কাজের খুব **কদর**।



আমাদের প্রতিবেশীদের অনেকে হাঁস, মুরগি ও ছাগ **পুষে** থাকেন। এরা হাঁস মুরগি আর ছাগল-পাঁঠা বিক্রি করেন। আবার হাঁস-মুরগির ডিমও বিক্রি করেন।



কেউ কেউ **মণ্ডা-মিঠাই** তৈরি করে বিক্রি করেন। এঁদের কাছে দুধ দই ঘোল ছানা আর ঘি-মাখনও পাওয়া যায়।



আমাদের অনেক প্রতিবেশী শাক-সব্‌জি, ফলমূল আর পানের চাষ করে থাকেন। এঁরা এসব শাক-সব্‌জি, ফলমূল আর পান গ্রামের হাটে ও গঞ্জের বাজারে বিক্রি করেন।



কেউ কেউ **তেল** বিক্রি করেন। সরষে আর তিল থেকে তেল হয়। **ঘানিতে** সরষে বা তিল **পেষাই** করলে তেল হয়। গ্রামের লোকেরাই এঁদের কাছ থেকে তেল কিনে থাকেন।



এছাড়া আমাদের প্রতিবেশীদের অনেকে অনেক রকম **পরিশ্রমের** কাজ করেন। সৎ ভাবে যিনি যে কাজ করে **উপার্জন** করেন সে-ই তাঁর **পেশা**।

কেউ নাপিতের কাজ করেন।



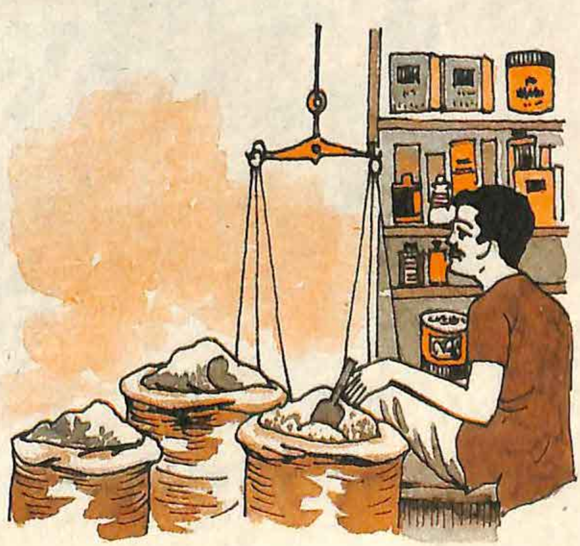
কেউ ধোপার কাজ করেন।



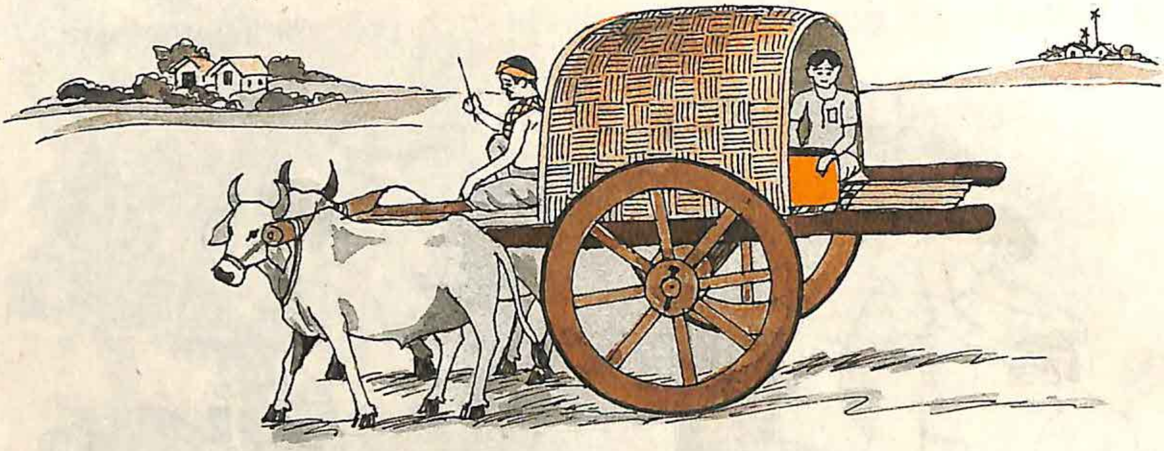
কেউ মজুরের কাজ করেন।



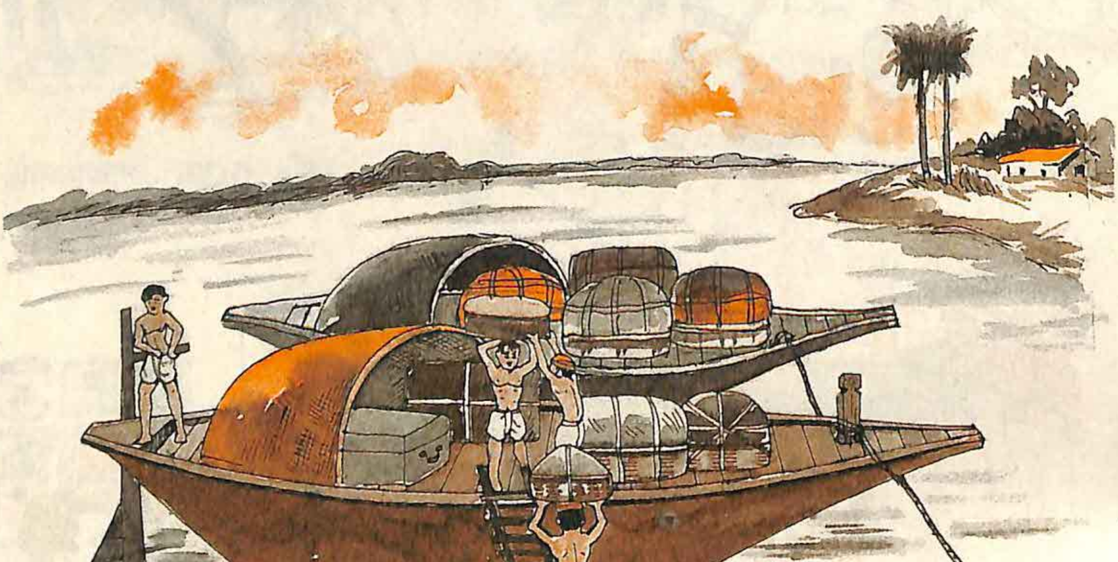
কেউ করেন দোকানদারি।



আমাদের গ্রামে একটি মাত্র **পাকা রাস্তা**। আর সবই **কাঁচা রাস্তা**। গ্রামের লোকেরা **হেঁটেই** যাতায়াত করেন বেশী।



দূরে যেতে হলে অনেকে গোরুর গাড়িতে যান।



গঞ্জের বাজারে যেতে হ'লে দোকানীরা নৌকায় করে জিনিসপত্র নিয়ে যান।

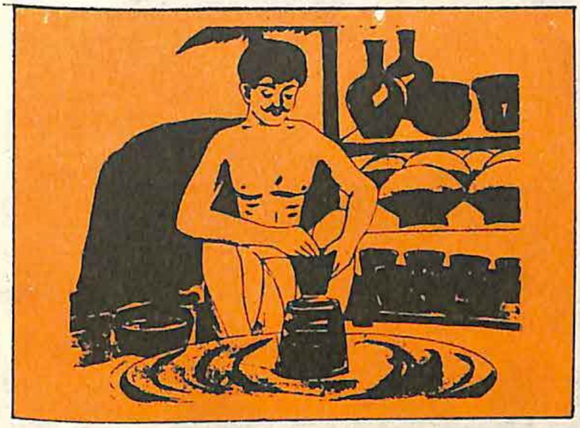
অনুশীলন

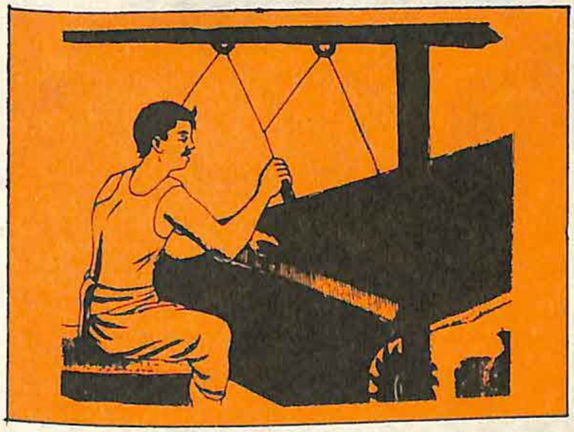
প্রশ্ন এবং উত্তর মৌখিক হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখবেন, উত্তরগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বলতে পারছে কি না। না পারলে অবশ্যই আবার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

১। তুমি যে গ্রামে থাক তার নাম কী ?

২। প্রতিবেশী কাকে বলে ? প্রতিবেশীদের 'আপন জন' বলা হয় কেন ?

৩। ছবিগুলো দেখে বলতো কে কী কাজ করেন ?






৪। কোন কাজে কোন জিনিসটা লাগে বল দেখি ?

ক। লাঙল খ। করাত গ। হাতুড়ি ঘ। জাল ঙ। মাকু চ। বাঁটালি

৫। তোমাদের গ্রামের রাস্তাগুলো কেমন ?— পাকা না কাঁচা।

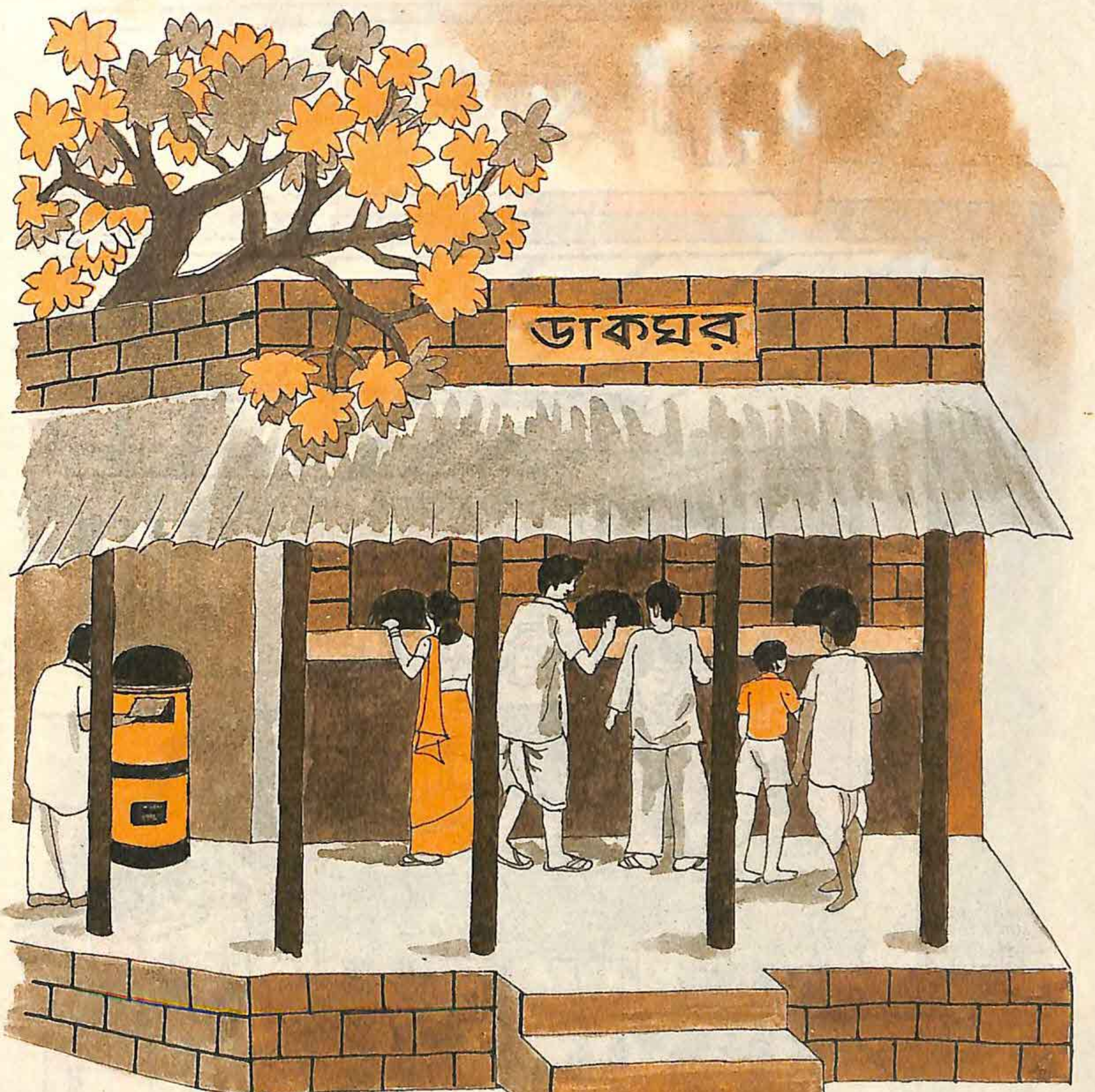
এই আমাদের **গ্রামের হাট**। প্রতি রবিবারে হাট বসে। গ্রামের লোকেরা হাটে আসেন জিনিসপত্র **কিনতে** আর **বেচতে**।

হাটে আছে **চার-দিক্ খোলা** কিছু **চালা ঘর**। দোকানীরা চালাঘরে জিনিসপত্র নিয়ে বসেন। অনেকে **খোলা জায়গাতেই** জিনিসপত্র নিয়ে বসেন।



এই আমাদের গ্রামের **ডাক ঘর**। এখানে **টিকিট, খাম, পোস্ট কার্ড** বিক্রি হয়। এখান থেকেই **ডাক পিয়ন** আমাদের বাড়ি বাড়ি চিঠি **বিলি** করেন।

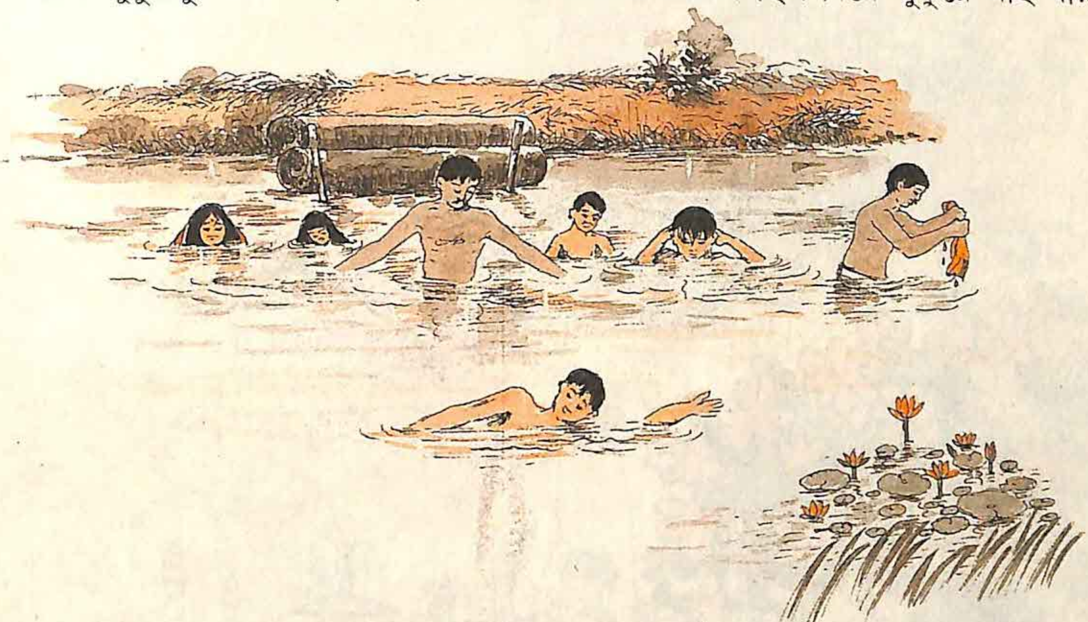
আমরা **ডাক-বাক্সে** চিঠি ফেলি। চিঠিতে **ঠিকানা** লিখে দিতে হয়। ডাক ঘরের লোকেরা ঠিকানা দেখে যাঁর চিঠি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কেউ কেউ **ডাকে** টাকা পাঠিয়ে থাকেন। একে **মনি-অর্ডার** বলে।



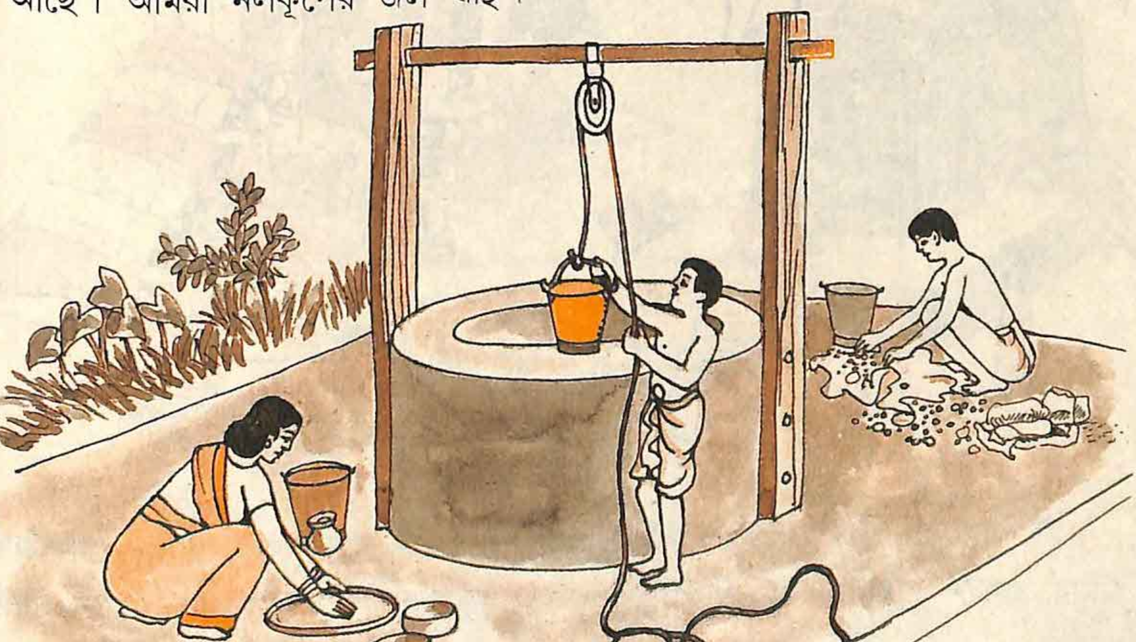
এই আমাদের গ্রামের **ডাক্তারখানা**। গ্রামের **অসুস্থ** লোকেরা এখানে **চিকিৎসার** জন্য আসেন। ডাক্তারবাবু **রুগীকে পরীক্ষা** করে ঔষধের **ব্যবস্থাপত্র** লিখে দেন। **কম্‌পাউন্ডার** বাবু ঔষধ তৈরি করে দেন।

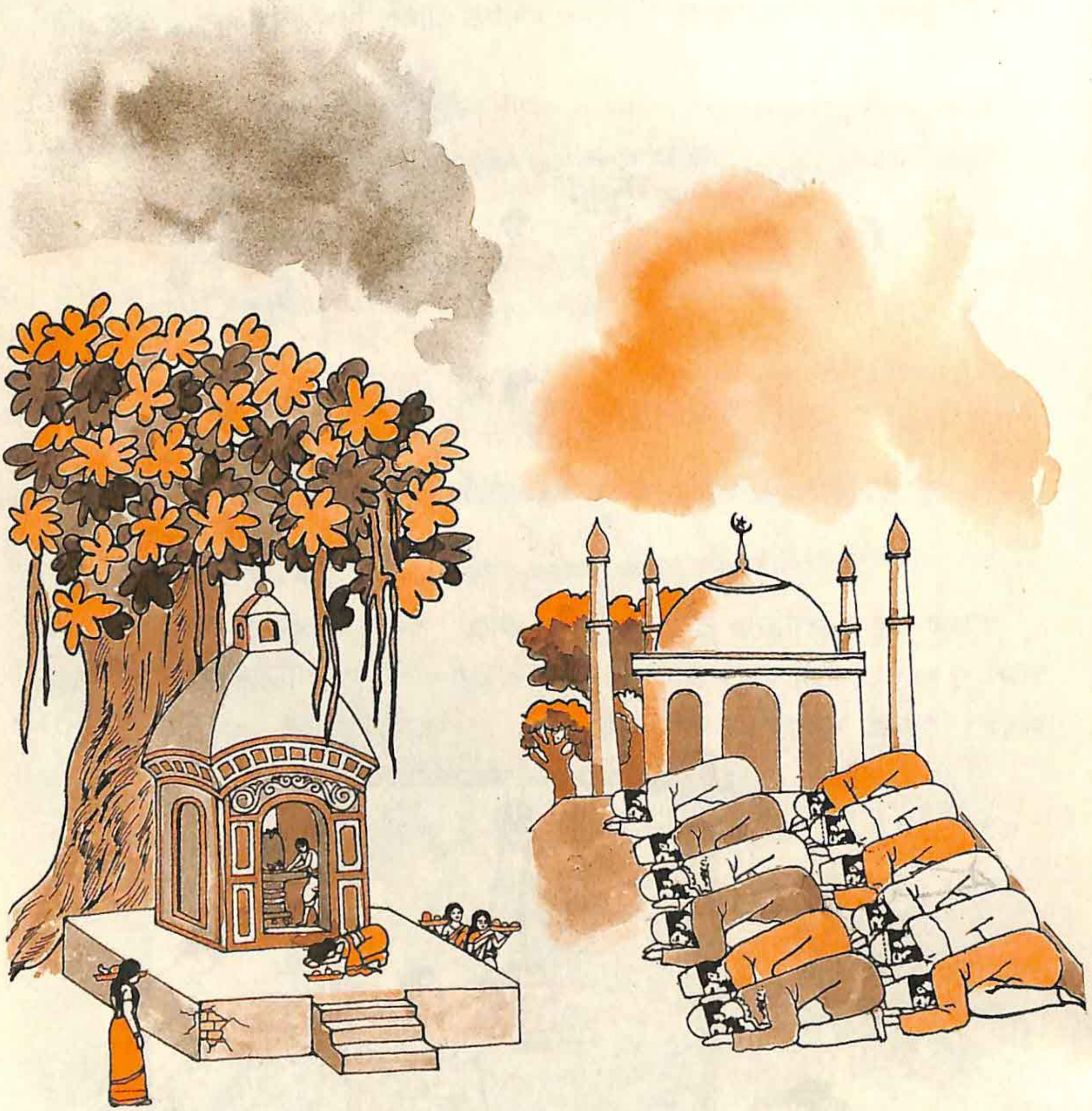


আমাদের গ্রামে কয়েকটা পুকুর আছে। পুকুরের জলে আমরা **সাঁতার** কেটে **স্নান** করি। পুকুরগুলোতে মাছ আছে। কখনও কখনও আমরা **ছিপ** দিয়ে পুকুরে মাছ ধরি।



গ্রামের অনেক বাড়িতে কুঁয়ো বা ইঁদারা আছে। ইঁদারা বা কুঁয়োর জল দিয়ে **বাসন মাজা** ও **কাপড় কাচা** হয়। আমাদের প্রতি পাড়ায় একটা করে **টিউবওয়েল** বা **নলকূপ** আছে। আমরা নলকূপের জল খাই।





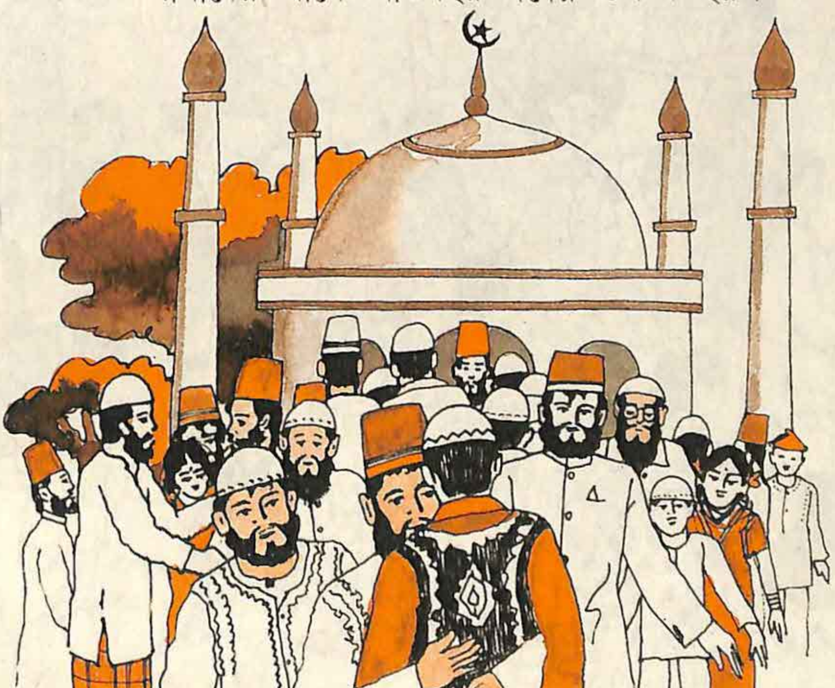
এই আমাদের গ্রামের **মন্দির**। গ্রামের মানুষ এখানে পূজো দিতে আসেন।

এই আমাদের গ্রামের **মস্‌জিদ**। সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় এখানে **আজান** দেওয়া হয়। শুক্রবারে **নামাজ** পড়া হয়।

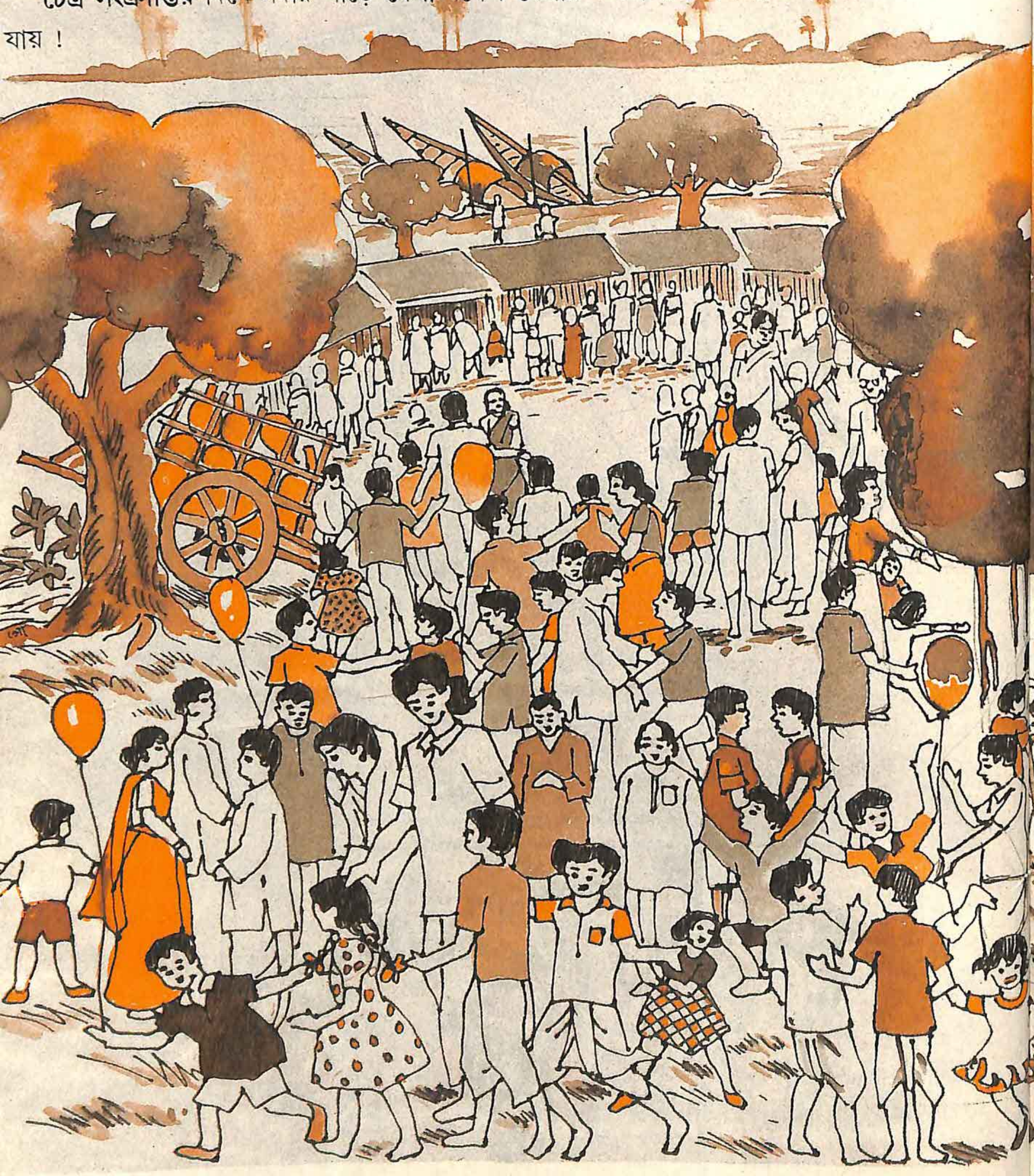
আমাদের গ্রামে আশ্বিন মাসে **দুর্গাপূজা** হয়।



আমাদের গ্রামে প্রতিবছর **ঈদের** উৎসব হয়।



চৈত্র সংক্রান্তির দিনে নদীর পাড়ে মেলা বসে। মেলায় কত জিনিস কিনতে পাওয়া যায়!



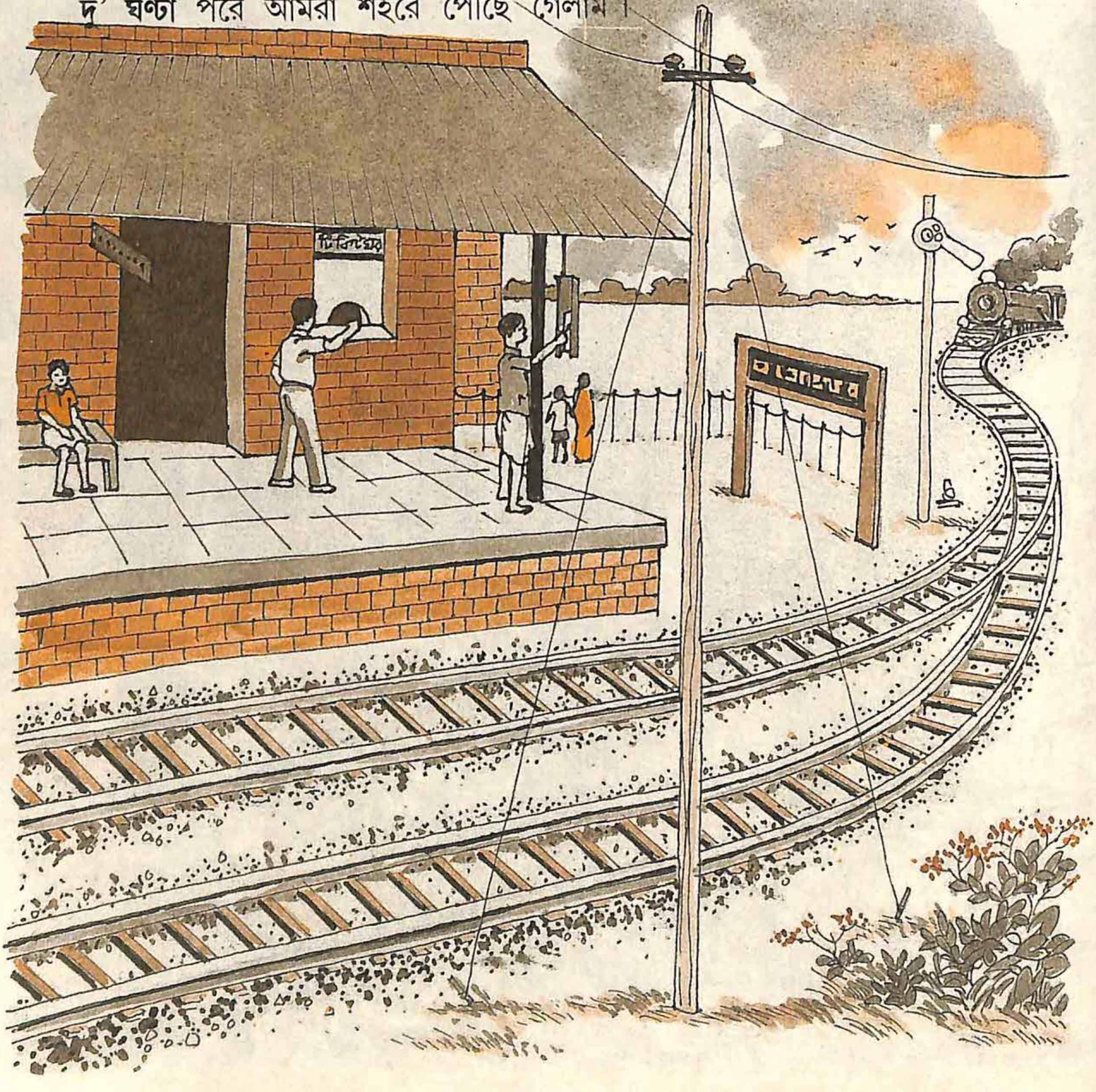


একবার আমি বাবার সঙ্গে **শহরে** গিয়েছিলাম। আট **মাইল** দূরে আমাদের **রেল স্টেশন**। আমরা হেঁটেই স্টেশনে গিয়েছিলাম।

রেল-গাড়ি আসতে দেরি ছিল। আমি স্টেশনের **প্রতীক্ষালয়ে** বসে ছিলাম। বাবা একটা দোকান থেকে **মিঠাই** কিনে এনেছিলেন। **টিকিট ঘর** থেকে তিনি **টিকিট কেটে** এনেছিলেন।

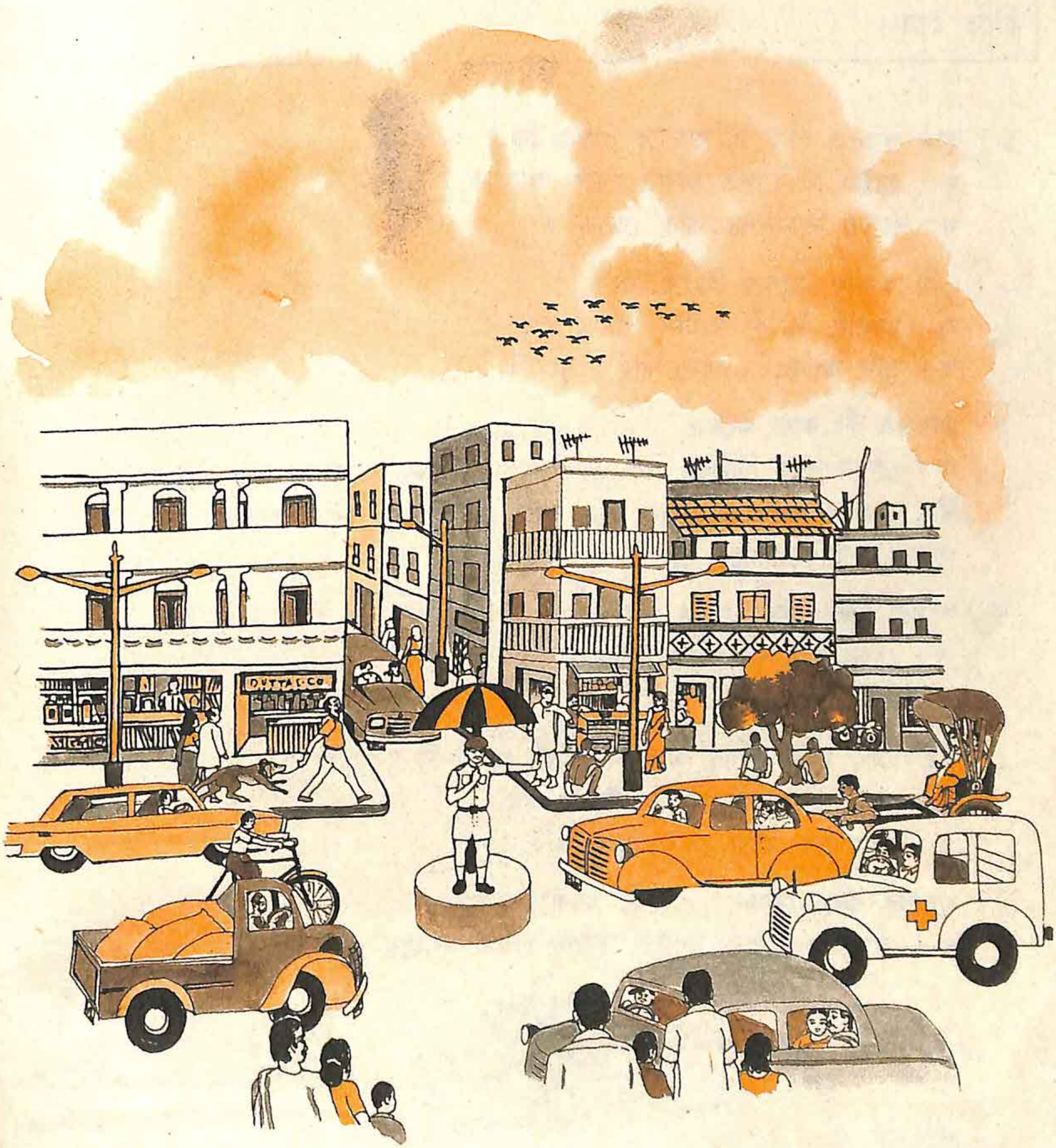
কিছু পরে একজন লোক **ঘণ্টা** বাজালেন। একটু পরেই গাড়ি এল। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

দু' ঘণ্টা পরে আমরা শহরে পৌঁছে গেলাম।



শহরে সব পাকা রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে বড় বড় **পাকা বাড়ি**। শহরের প্রতিটি রাস্তার **নাম** আছে।

শহরের রাস্তায় অনেক **গাড়ি** চলে। তাই শহরের রাস্তা **পার হওয়া** কঠিন।



অনুশীলন

প্রশ্ন এবং উত্তর মৌখিক হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখবেন, উত্তরগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বলতে পারছে কি না। না পারলে অবশ্যই আবার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

১। তুমি কখনও হাটে বা বাজারে গিয়েছ কি ?
ক। হাটের জিনিসপত্র কোথা থেকে আসে ?
খ। হাটের জিনিসপত্র কাঁরা কেনেন ?

২। তুমি কখনও মেলায় গিয়েছ কি ?
ক। মেলায় কী কী জিনিস পাওয়া যায় ?
খ। তুমি কখনও নাগর-দোলায় চড়েছ কি ?

৩। ডাকঘর কী কাজ করে ?
ক। কেমন করে চিঠিপত্র এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে যায় ?
খ। ডাকঘর থেকে আমাদের বাড়ি বাড়ি কে চিঠিপত্র বিলি করেন ?
গ। ডাক-টিকিট কাকে বলে ? মনি-অর্ডার কী ?

৪। আমরা জল কোথা থেকে পাই ?
ক। কোন জল পান করা উচিত ?
খ। টিউবওয়েল কী ?

৫। তোমাদের গ্রামে মন্দির, মস্‌জিদ, গীর্জা আছে কি ?
ক। তোমাদের গ্রামে কি কি উৎসব হয় ?
খ। তোমাদের গ্রামে মেলা বসে কি ?

৬। শহরের রাস্তা কেমন ? শহরের ঘরবাড়ি কেমন ?
ক। গাছপালা, খোলা জায়গা, আলো-হাওয়া—শহরে বেশী না গ্রামে বেশী ?



